টাঙ্গাইল মডেল থানা হেফাজতে পুলিশের নির্যাতনে ঔষধ ব্যবসায়ী মোঃ মনিরুজ্জামান রুবেলের মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২০ এপ্রিল ২০১১ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হাজী মধু রোডের আদি টাঙ্গাইল মহল্লার বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন ও বেগম রাজিয়া দেলোয়ারের ছেলে মোঃ মনিরুজ্জামান রুবেল (২৮) কে গ্রেপ্তার করে টাঙ্গাইল মডেল থানা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে। ফলে ২১ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.৪৫টায় দিকে রুবেল টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে মারা যান বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছেন।

রুবেলকে নির্যাতনে অভিযুক্ত এসআই মোশারফ ও এএসআই মোঃ শাহজাহান বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আটক রয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- রুবেলের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ মনিরুজ্জামান রুবেল

ইকবাল হোসেন রাসেল (৩০), রুবেলের ভাই

ইকবাল হোসেন রাসেল অধিকারকে জানান, রুবেল ছিলেন একজন ঔষধ ব্যবসায়ী। শহরের মাতৃসদন হাসপাতালের দক্ষিণে আদন মেডিকেল হল' নামে তাঁর একটি ঔষধের দোকান রয়েছে।

তিনিও রুবেলের ঐ দোকানে বসেন। ২০ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় রুবেল দোকানে বসেছিলেন। সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় টাঙ্গাইল মডেল থানার এসআই মোশারফ হোসেন দোকানে আসেন এবং তাঁর সামনেই কোন অভিযোগ ছাড়াই রুবেলকে আটক করেন। পাশেই ছিলেন ঔষধ ক্রেতা শরিফুল ইসলাম। শরিফুলকেও এসআই মোশারফ আটক করেন এবং হাতকড়া লাগিয়ে থানায় নিয়ে যান। তিনি এসআই মোশারফের কাছে এই দুইজনকে গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চান। এসআই মোশাররফ গ্রেপ্তারের কারণ জানতে তাঁকে থানায় যেতে বলেন। পরে তিনি তাঁর মামা আবুল হক ও মামা গোলাম মোস্তফাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যান। এসআই মোশারফ তাঁকে জানান, একটি মোটর সাইকেল চুরি হয়েছে। এ কারণে তিনি রুবেল ও শরিফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে থানায় এনেছেন। এ সময় হাজতের ভেতরে তিনি রুবেলের কান্না শুনতে পান। তিনি রুবেলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে এসআই মোশারফ অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে থানা থেকে বের করে দেন। ২১ এপ্রিল ২০১১ সকাল ৭.৩০টার দিকে তিনি আবার থানায় যান।

ডিউটি অফিসার এএসআই মোঃ শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করে রুবেলকে দেখতে চান। এএসআই মোঃ শাহজাহান তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে জানায় যে, পিটিয়ে হলেও রুবেলের কাছ থেকে মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হবে। তিনি তখন রুবেলকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে পরিচিত অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে দিয়ে অফিসার ইনচার্জসহ এসআই মোশারফকে অনুরোধ করান। ২১ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.৫০টায় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, পুলিশ সদস্যরা রুবেলকে অসুস্থ অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তিনি তখন দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে খোঁজ নেন। কর্তব্যরত ডাক্তার মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম তাঁকে জানান যে, পুলিশ সদস্যরা প্রায় মৃত অবস্থায় রুবেলকে তাঁদের কাছে আনে। এর কিছুক্ষণ পরেই রুবেল মারা যান এবং লাশ মর্গে আছে। তিনি মর্গে গিয়ে স্ট্রেচারে রুবেলের লাশ দেখতে পান। তিনি দেখেন, লাশের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, এসআই মোশারফ ও এএসআই মোঃ শাহজাহান নিরপরাধ রুবেলকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

বেগম রাজিয়া দেলোয়ার (৪৫), রুবেলের মা

বেগম রাজিয়া দেলোয়ার অধিকারকে বলেন, ২০ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় রুবেল দোকানে যায়। তাঁর বড় ছেলে রাসেলের কাছে জানতে পারেন, সেদিনই পুলিশ রুবেলকে

দোকান থেকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, ২১ এপ্রিল ২০১১ সকাল ৬.৫৩ মিনিটে তাঁর ০১৯১৩৪৯৭২৫৬ মোবাইল নম্বরে ০১৭১১০০৬৮৩৪ নম্বর থেকে একটি কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপরপ্রান্ত থেকে গোংড়ানো এবং অস্পষ্ট কন্ঠেঙআম্মা আমি, আম্মা আমি রুবেল' বলে সাড়া দেয়। তিনি তখন রুবেলের কাছে জানতে চান, সে কোথা থেকে মোবাইলে কথা বলছে। রুবেল তাঁকে জানান, এক পুলিশ সদস্য তাঁকে থানা হাজত থেকে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দিয়েছে। রুবেল তাঁকে আরো জানান, পুলিশ সদস্যরা রুবেলের কাছে মোটর সাইকেল চায়। মোটর সাইকেল না দিলে রুবেলকে তারা হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। তিনি সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় রাসেলের কাছে জানতে পারেন, হাসপাতালে রুবেল মারা গেছে। তিনি বলেন, তাঁর ছেলে নিদোর্ষ, পুলিশ সদস্যরা নির্যাতন করে রুবেলকে হত্যা করেছে।

শরিফুল ইসলাম (২৬), রুবেলের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি

শরিফুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ২০ এপ্রিল ২০১১ সকালে তিনি আদন মেডিকেল হলে ঔষধ কিনতে যান। আদন মেডিকেল হলের পাশেই এসআই মোশারফের বাসা। এসআই মোশারফ বাসা থেকে বের হয়ে আদন মেডিকেল হলে আসে এবং তাঁকে ও দোকানের ভেতরে থাকা রুবেলকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পড়িয়ে থানায় নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, তাঁদের দুইজনকে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে রাখে। পরে এসআই মোশারফ কাঠের লাঠি দিয়ে দুইজনকে প্রচন্ডভাবে পেটায় এবং বলে যে, একটি মোটর সাইকেল চুরি হয়েছে এবং সেই মোটর সাইকেল কোথায় তারা রেখেছে তা জানতে চায়। এক পর্যায়ে, এসআই মোশারফ রুবেলের হাতকড়ার ভিতর দিয়ে লাঠি দিয়ে ঝুলিয়ে পায়ে আঘাত করতে থাকে। পেটানোর সময় এসআই মোশারফ তাঁদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। শরিফুল বলেন, কিছুক্ষণ পর এসআই মোশারফ রুবেলকে রেখে তাঁকে থানা হাজতে নিয়ে যায়। বিকেলে রুবেলকে অসুস্থ অবস্থায় দ্বিতীয় তলা থেকে হাজত খানায় নিয়ে তাঁর সঙ্গেই রাখা হয়। ২০ এপ্রিল ২০১১ রাত আনুমানিক ৯.০০টায় রুবেলকে হাজতে রেখে তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি বাসায় যান।

জসিম উদ্দিন সরকার, অফিসার ইনচার্জ, টাঙ্গাইল মডেল থানা, টাঙ্গাইল

জসিম উদ্দিন সরকার অধিকারকে বলেন, রুবেলের বিরুদ্ধে একটি মোটর সাইকেল চুরিসহ থানায় দুটি মামলা রয়েছে। ২০ এপ্রিল ২০১১ মোটর সাইকেল চুরির অভিযোগে রুবেলকে আটক করা হয়। তিনি বলেন, থানা হাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় রুবেল মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় কয়েক জন

লোকের নাম বলেছিল। পরে পুলিশ রুবেলকে নিয়ে সখীপুর উপজেলাসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। তিনি এসআই মোশারফের কাছে জানতে পারেন, ওই সময় রুবেল অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুবেল মারা যায়। তিনি বলেন, এসআই মোশারফ এবং এএসআই মোঃ শাহজাহান রুবেলকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করে রুবেলের ভাই বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। পরে এসআই মোশারফ এবং এএসআই মোঃ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে জানান।

ডাঃ মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল

ডাঃ মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ২১ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.৪০টায় মডেল থানার এসআই মোশারফ অচেতন অবস্থায় রুবেলকে হাসপাতালে আনেন। যার ভর্তির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩০৩৪/৮; তারিখঃ ২১/০৪/২০১১। তখনই তিনি রুবেলকে অক্সিজেন দেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর রুবেল মারা যান। তিনি রুবেলের মৃত দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান।

মোঃ রবিউল ইসলাম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল

মোঃ রবিউল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২১ এপ্রিল ২০১১ জেলা প্রশাসকের নির্দেশে বিকাল ৩.০০টার দিকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে রুবেলের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন, লাশের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কালো জখম ছিল। হাঁটু, কনুই এবং গোড়ালীতে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে তিনি জানান।

ডাঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল

ডাঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, রুবেলের মৃত্যুর কারণ তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

ক্বারী আনোয়ার হোসেন (৮৫), রুবেলের লাশের গোসলদানকারী

ক্বারী আনোয়ার হোসেন অধিকারকে বলেন, রুবেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ওই বাড়ীতে যান এবং লাশের গোসল করান। তিনি লাশের শরীরে রক্ত এবং অনেক স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন বলে জানান।

তথ্যানুসন্ধান এর বিশ্লেষণঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার পুলিশ সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীসহ সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য গ্রহণ করে।

রুবেলের পরিবার অভিযোগ করেছে, এসআই মোশারফের একটি মোটর সাইকেল চুরির কথিত ঘটনায় সন্দেহজনকভাবে ২০ এপ্রিল ২০১১ কর্মস্থল থেকে রুবেলকে কোন অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এসআই মোশারফ। সেই সঙ্গে একই গ্রামের শমসের আলীর ছেলে শরিফুল ইসলামকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এসআই মোশারফ থানা হেফাজতে রুবেলকে অমানুষিক নির্যাতন করে। ফলে ২১ এপ্রিল ২০১১ হাসপাতালে নেয়ার পরপরই রুবেল মারা যান। রুবেলের ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে আসামী এসআই মোশারফ এবং এএসআই মোঃ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রায়ই রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের যেসব অভিযোগ আসছে, সেই প্রেক্ষাপটে রুবেলের নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনাটি আরেকটি সংযোজন। অধিকার রুবেল হত্যার ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-